

মৃগাদীনাং সৌন্দর্যাদিকং গুণমগনয়নং হিংসামাত্রতৎপর ইতি । ততো রসগ্রহণা-
ভাবাং যুক্তযুক্তং বিনা পশুয়াদিতি । উভয়মপি তদ্বহিমুখেভ্যো গালিগ্রদান এব
তাৎপর্যম্ । তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়স্য কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ পুরাকথানাং
ভগবৎকথাসুধাম্ । আপীয কর্ণাঞ্জলিভির্ভাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরৈতরমিতি ॥
১০।১৥ শ্রীরাজানং শ্রীশুকঃ ॥ ৫২ ॥

ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখেও শ্রীহরিগুণানুবাদ শ্রবণের প্রশংসা ১০।১৭।
অধ্যায়ে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ শ্রীশুকমুনিকে বলিয়াছেন—হে প্রভো! এই
জগতে মুক্ত মূমুক্শু ও বিষয়ীভেদে তিনপ্রকার লোক আছে, তন্মধ্যে কাহারই
হরিকথা শ্রবণে কীর্তনে অলং প্রবৃত্তি নাই। যে শ্রীহরিগুণানুবাদ নিবৃত্ততর্ক,
পূর্ণকাম-আত্মারামগণও ব্রহ্মানন্দ হইতে অধিক আনন্দময় বলিয়া অর্থাৎ শ্রীহরি
গুণকীর্তনে যে নিবিড় আনন্দ আশ্বাদন হয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম অনুভবেও
সে আনন্দ আশ্বাদন হয় না বলিয়া সেই সকল মুক্তপুরুষ আত্মারামগণও
নিরন্তর শ্রীহরির ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি—গুণের কীর্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা
ভবরোগ নিবৃত্তির ইচ্ছা করেন, সেই সকল মূমুক্শুগণও ভবরোগ নিবৃত্তির এইটিই
মুখ্য উপায় মনে করিয়া যে শ্রীহরির গুণকীর্তন করিয়া থাকেন, বিষয়ীগণও
যে শ্রীহরি গুণানুবাদ শ্রবণে—অর্থবোধে মনের আনন্দ ও শব্দমাধুর্য্য শ্রবণে
কর্ণের আনন্দ হয় বলিয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন। এত গুণের শ্রীহরি গুণানুবাদ
শ্রবণ-কীর্তন হইতে পশুপ্ল-ব্যাধি বিনা কোন্ পুরুষ বিরত হইয়া থাকে? তবে
যে ব্যাধি, তাহার ঐহিক সুখও নাই, পারলৌকিক সুখও নাই—এই অভিপ্রায়ে
প্রাচীন মহাপুরুষগণ বলেন—

“রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনি পুত্রক ।

জীব বা মর বা সাধো ব্যাধি মা জীব মা মর ॥”

হে রাজপুত্র! তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাক, কারণ তোমার ইহকাল আছে—
পরকাল নাই। যতদিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত রাজ্যসুখ
ভোগ করিতে পারিবে; মরিলে কোন্ দুঃখময় যোনিতে যাইয়া জন্ম লইতে
হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। হে মুনিপুত্র! তুমি বাঁচিয়া থাকিও না,
কারণ তোমার ইহকাল নাই, কিন্তু পরকাল আছে। যতদিন পর্যন্ত তুমি
বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানজন্য দুঃখ পাইতে
হইবে; মরিলেই পুণ্য উপার্জিত সুখভোগের স্থানে যাইতে পারিবে। এমত
সময়ে একটি সাধুকে দর্শন করিয়া উল্লাসভরে কহিলেন—হে সাধো! তুমি
বাঁচো অথবা মর, অর্থাৎ তোমার ইহকালেও পরমানন্দ এবং পরকালেও
পরমানন্দ। যতদিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত দুঃখ ও তাপময়